প্লেসিডো ফ্রান্সিসকো পিন্টো (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং আরেকজন

বনাম

জোসে ফ্রান্সিসকো পিন্টো এবং আরেকজন

(২০০৭ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১৪৯১)

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

[হেমন্ত গুপ্ত এবং ভি. রামাসুব্রামানিয়ান, বিচারপতিদ্বয়]

চুক্তি আইন, ১৮৭২ – ধারা ২৫ – দখল ও হিসাবের জন্য আপিলকারী নং ১ কর্তৃক তার ছোট ভাই-উত্তরদাতা নং ১ (বাদি নং ১) এবং তার স্ত্রী (বাদি নং ২)-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা, অভিযোগে বলা হয়েছে যে তিনি বাদি নং ১-এর ঋণদাতাদের নিষ্পত্তি করার পর নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে মামলার সম্পত্তি কিনেছিলেন – বিবাদীরা বিক্রয় অস্বীকার করে, যারা বিক্রয় দলিল বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণার জন্য আরেকটি মামলা দায়ের করে – নিম্ন আদালত আপিলকারীর মামলা ডিক্রি করে, উত্তরদাতাদের মামলা খারিজ করে – প্রথম আপিল আদালত উত্তরদাতাদের দায়ের করা আপিল মঞ্জুর করে – হাইকোর্ট কর্তৃক বহাল – আপিলে, স্থির করে: ধারা ২৫ অনুসারে, নিকটাত্মীয়দের মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহ ও ভালোবাসার কারণে নিবন্ধিত বিক্রয়, এমনকি যদি তা বিনিময় মূল্যবিহীনও হয়, বাতিল হবে না – পক্ষরা নিকটাত্মীয়, অতএব, যদি আপিলকারী নং ১ বড় ভাই হওয়ায় ছোট ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসেন যিনি পক্ষদের পিতামাতা কর্তৃক দান করা সম্পত্তির নিলামের সম্মুখীন হয়েছিলেন, এবং তার ঋণ পরিশোধ করেন এবং একটি নামমাত্র বিক্রয় মূল্য উল্লেখ করে একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন, তবে এটিকে বিনিময় মূল্যবিহীন বিক্রয় বলা যাবে না – উপরন্তু, একবার যখন উত্তরদাতা নং ১ কর্তৃক আপিলকারী কর্তৃক তার ঋণ পরিশোধের স্বীকৃতি থাকে, তখন স্বাভাবিক সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল সঠিকতার অনুমান বহন করে – উত্তরদাতা নং ১ কৌশলে বিক্রয় দলিলের সম্পাদন স্বীকার করেছেন, তার একমাত্র অবস্থান হল যে নথির প্রকৃতি সম্পর্কে তার অজ্ঞতা ছিল যাতে তার স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল – তথ্য অনুসারে, এই ধরনের অজ্ঞতা ভুল উপস্থাপনা/প্রতারণার উদাহরণ নয় – আপিলকারী নং ১ কর্তৃক দায়ের করা মামলায় নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি পুনরুদ্ধার করা হল – উত্তরদাতাদের দায়ের করা মামলা খারিজ করা হল – সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ – ধারা ৯২ – দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ – দলিল ও নথি – প্রতারণা।

সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ – ধারা ৯২ এবং অনুবিধি (১) – পরিধি – আলোচিত।

প্লাসিডো ফ্রান্সিসকো পিন্টো (ডি) বাই এল. আর. বনাম জোস ফ্রান্সিসকো পিন্টো ৬৭৭

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮:

আদেশ VI, বিধি ২ – প্লিডিংস (আর্জি বা জবাব) – সিদ্ধান্ত: প্রত্যেক প্লিডিংসে শুধুমাত্র সেই সমস্ত বস্তুগত তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে যার ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট পক্ষ তাদের দাবি বা আত্মপক্ষ সমর্থন করছে, কিন্তু কোনো সাক্ষ্য বা প্রমাণ সেখানে থাকবে না যার মাধ্যমে সেই তথ্যগুলো প্রমাণ করার কথা।

আদেশ VI, বিধি ৪ – সিদ্ধান্ত: যদি কোনো পক্ষ প্রতারণা, জালিয়াতি বা অন্যায় প্রভাবের ওপর নির্ভর করে, তবে প্লিডিংসে তারিখ এবং অন্যান্য বিবরণসহ সেই সমস্ত তথ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

স্থির করে: ১ বিক্রয় দলিলের (Ex.P/১) একটি আবৃত্তি ছিল যে মামলাটি যথাযথভাবে ৩,০০০/- টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। চুক্তি আইনের ২৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, বিবেচনা ছাড়াই একটি চুক্তি বাতিল, কিন্তু যদি কোনও নথি একে অপরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পক্ষগুলির মধ্যে স্বাভাবিক ভালবাসা এবং স্নেহের কারণে নিবন্ধিত হয়, তবে এই ধরনের চুক্তি বাতিল হয় না। পক্ষগুলি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকে, আপিলকারী নং ১ বড় ভাই এবং বিক্রয়টি তার ছোট ভাইকে সাহায্য করার জন্য কার্যকর করা হয়েছিল, যিনি পক্ষগুলির পিতামাতার উপহার দেওয়া সম্পত্তির নিলামের মুখোমুখি ছিলেন। এমনকি বিবাদীদের সাক্ষীরাও স্বীকার করেছেন যে ড্রাম বাজিয়ে বিতর্কিত সম্পত্তির আদালতের নিলামের নোটিশ ছিল। অতএব, যদি বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সহায়তায় এসে তার ঋণগ্রহীতাদের অব্যাহতি দিতেন এবং নামমাত্র বিক্রয়ের বিবেচনার কথা উল্লেখ করে একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করতেন, তবে এটিকে বিবেচনা ছাড়াই বিক্রয় বলা যাবে না। ১ নং উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে ১ নং আপিলকারী তার ঋণ পরিশোধের জন্য Rs.১২,০০০/- প্রদান করেছিলেন। একবার উত্তরদাতা নং। আবেদনকারী নং ১ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে, সরকারী দায়িত্বের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলটি সঠিকতার অনুমান বহন করে যা কেবলমাত্র মিথ্যা অজ্ঞতার ভিত্তিতে অবৈধ বলা যায় না যে তার স্বাক্ষর কাগজে প্রাপ্ত হয়েছিল যা উত্তরদাতা নং ১ এবং তার স্ত্রী জানতেন না। [অনুচ্ছেদ ২০,২১] |৬৮৬E, এফ-জি; ৬৮৭-সি-ই]

বেলাচি (মৃত) এল. আর বনাম পাকীরন (২০০৯) ১২ এস. সি. সি ৯৫: [২০০৯] ৪ এস. সি. আর ৮২৩-এর উপর নির্ভরশীল।

১.২ ১ নম্বর বিবাদীর একমাত্র অবস্থান হলো সেই দলিলের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা যেটিতে তাঁর স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল।

এই ধরনের অজ্ঞতা বর্তমান মামলার তথ্যে ভুল উপস্থাপনা বা জালিয়াতির উদাহরণ নয় যা সাব-রেজিস্ট্রারের কাছে সম্পাদিত এবং নিবন্ধিত একটি বিক্রয় দলিলকে কলুষিত করবে। ১ নং উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে তিনি তার স্ত্রীর সাথে সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়েছিলেন, একবার পৌর ভবনের বাইরে এবং একবার কর্মকর্তাদের সামনে স্বাক্ষর করেছিলেন, যা দেখায় যে কৌশলগতভাবে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে বিক্রয় দলিলটি কার্যকর করার কথা স্বীকার করেছেন। নীচের আদালতগুলির অনুসন্ধান যে নথিটি বিবেচনা ছাড়াই বা বিবেচনার আবেদন করা হয়নি বা আবেদনকারী নং ১ উত্তরদাতা নং ১-এর ঋণগ্রহীতাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। ১ বিক্রয় দলিলের নথিকে অকার্যকর হিসাবে উপস্থাপন করবে না। ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ষষ্ঠ বিধিমালা ২-এ বলা হয়েছে যে, প্রতিটি আবেদনে কেবলমাত্র বস্তুগত তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত আকারে একটি বিবৃতি থাকবে যার উপর নির্ভর করে পক্ষ তার দাবি বা প্রতিরক্ষার জন্য নির্ভর করে, তবে যে প্রমাণ দ্বারা সেগুলি প্রমাণিত হওয়ার কথা তা নয়। ১ নং আপিলকারী বিক্রয় দলিলের উপর নির্ভর করেছেন যার মধ্যে বিক্রয় বিবেচনা হিসাবে ৩,০০০/- টাকা প্রদানের আবৃত্তি রয়েছে। এই ধরনের বিক্রয় দলিলের সমর্থনে প্রমাণ আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা বাদপত্রে অনুরোধ করা হয়েছিল। আরও, কোডের অর্ডার VI রুল ৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে পক্ষ কোনও ভুল উপস্থাপনা, জালিয়াতি বা অযৌক্তিক প্রভাবের উপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্তিগুলিতে তারিখ এবং বিষয়গুলির সাথে বিশদ বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। লিখিত বিবৃতি বা অভিযোগ থেকে উদ্ধৃতাংশ দেখায় না যে কোনও ভুল উপস্থাপনা বা জালিয়াতির আবেদন রয়েছে। উত্তরদাতাদের নেতৃত্বে প্রমাণও জালিয়াতি বা ভুল উপস্থাপনের কোনও ঘটনার ইঙ্গিত দেয় না। আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত ফলাফলগুলি স্পষ্টভাবে বলে যে বিক্রয় দলিলটি জালিয়াতি বা ভুল উপস্থাপনের ফল ছিল তা টেকসই নয়। [অনুচ্ছেদ ২২, ২৩] [৬৮৭-এফ-এইচ; ৬৮৮-এ-ই]

১.৩ লিখিত চুক্তির মৌখিক প্রমাণ বাদ দেওয়া হয় যখন নথিটিকে ভুয়ো লেনদেন হিসাবে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। একটি বিক্রয় দলিল নিবন্ধিত করা প্রয়োজন অর্থাৎ আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় একটি নথি নথির আকারে হ্রাস করা প্রয়োজন। অতএব, কোনও মৌখিক চুক্তি বা বিবৃতির কোনও প্রমাণ তার শর্তাবলীর বিরোধিতা, পরিবর্তন, যোগ বা বিয়োগ করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে না। ধারা ৯২-এর বিধান (১)

প্লাসিডো ফ্রান্সিসকো পিন্টো (ডি) বাই এল. আর. বনাম জোস ফ্রান্সিসকো পিন্টো ৬৭৯

সাক্ষ্য আইন এমন একটি প্রমাণ যা জালিয়াতি, ভীতিপ্রদর্শন, অবৈধতা, যথাযথ সম্পাদনের অভাব, কোনও চুক্তিবদ্ধ পক্ষের ক্ষমতার অভাব, বিবেচনার ইচ্ছা বা ব্যর্থতা, বা বাস্তবে বা আইনে ভুলের মতো কোনও নথিকে অবৈধ ঘোষণা করে। বিবাদীরা বিক্রয় দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে জালিয়াতি প্রমাণ করতে স্বাধীন ছিলেন। তবে, প্রকৃতপক্ষে, বিবাদীরা তাদের মামলায় বা ১ নং আপিলকারীর দায়ের করা মামলায় লিখিত বিবৃতিতে কোনও জালিয়াতির অভিযোগ করেননি। নথির প্রকৃতি সম্পর্কে ছদ্মবেশী অজ্ঞতাকে জালিয়াতির উদাহরণ বলা যায় না। কোনও আবেদন বা জালিয়াতির প্রমাণের অনুপস্থিতিতে, উত্তরদাতা নং ১ লিখিত নথির দ্বারা আবদ্ধ যার উপর তিনি তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর স্বাক্ষর স্বীকার করেছেন। এমন কোনও মৌখিক প্রমাণ নেই যা জালিয়াতি, ভীতিপ্রদর্শন, অবৈধতা বা বিবেচনার ব্যর্থতা প্রমাণ করতে পারে যা উত্তরদাতাদের বিক্রয় দলিলের বিরোধিতা করার জন্য মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেয়। বিশেষ দেওয়ানি মামলা নং ৫৫/৭৭/১-এ বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি পুনরুদ্ধার করা হয়। বিশেষ দেওয়ানি মামলা নং. ৭১/৮০ । বরখাস্ত করা হয়। [অনুচ্ছেদ ২৭-৩০] [৬৯১-ই-এইচ; ৬৯২-সি-ডি, এফ]

শ্রীমতী গঙ্গাবাঈ বনাম রামবিলাস গিল্ডা বনাম শ্রীমতী ছাবুবাই পুখরাজজি গান্ধী (১৯৮২) ১ এস. সি. সি ৪: [১৯৮২] ১ এস. সি. আর ১১৭৬; রূপ কুমার বনাম মোহন থেদান (২০০৩) ৬ এস. সি. সি ৫৯৫: [২০০৩] ৩ এস. সি. আর ২৯২-বিশিষ্ট।

মামলার নজিরের উল্লেখ

[২০০৯] ৪ এসসিআর ৮২৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[১৯৮২] ১ এসসিআর ১১৭৬	পার্থক্য দেখানো হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪
[২০০৩] ৩ এসসিআর ২৯২	পার্থক্য দেখানো হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪

সিভিল আপিল আইনঃ ২০০৭ সালের সিভিল আপিল নং ১৪৯১।

২০০৫ সালের দ্বিতীয় আপিল নং ১৬৮ এবং ১৩৯-এ গোয়ার বোম্বে হাইকোর্টের ১৬.০৮.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী শ্রীমতি বিনু তাম্‌তা, ধ্রুব তাম্‌তা।

ধ্রুব মেহতা, সিনিয়র অ্যাড., যশরাজ সিং দেওরা, মিসেস সোনাল মাশঙ্কর, মিসেস প্রকৃতি রায় মেসার্স মিটার অ্যান্ড মিটার কোম্পানির জন্য, উত্তরদাতাদের জন্য অ্যাড। এইচ।

আদালতের রায় প্রদান করেন হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি ।

১। বাদীর আইনি প্রতিনিধিরা এই আদালতে আবেদন করেছেন, হাইকোর্টের দ্বারা অনুমোদিত প্রথম আপিল আদালতের রায় এবং ডিক্রি দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে।

২। বাদী একটি মামলা দায়ের করেন (বিশেষ দেওয়ানি মামলা নং ৫৫/৭৭/১) তার ছোট ভাই-প্রতিবাদী নং ১ (উত্তরদাতা নং ১)-এর কাছ থেকে দখল এবং হিসাব চেয়ে, যাকে সংশ্লিষ্ট পক্ষের পিতামাতার দ্বারা সম্পাদিত ১০.৫.১৯৫৭ তারিখের উপহার দলিলের ভিত্তিতে সম্পত্তির দক্ষিণ অংশ দেওয়া হয়েছিল। উত্তর অংশটি একই উপহার দলিলের মাধ্যমে বাদীকে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

৩। বাদী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আবেদন করেছিলেন যে, প্রতিবাদী নং ১-জোসে ফ্রান্সিসকো পিন্টো ১৯৬২ সালে তাঁর উত্থাপিত ঋণ সময়মতো পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বাদীকে তাঁর একটি সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, বাদী বাদী নং ১-এর ঋণদাতাদের নিষ্পত্তি করার পরে একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তির দক্ষিণ অংশ কিনেছিলেন যাতে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি বাঁচানো যায়। বাদী, একজন বড় ভাই হিসাবে, তার ছোট ভাইকে পাঁচ বছরের জন্য বাড়িতে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রতিবাদী নং। এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য আসামীদের কাছ থেকে ভাড়াও সংগ্রহ করেছিলেন। বাদী ১৪.৯.১৯৭০-এ সম্পাদিত বিক্রয় দলিলের উপর নির্ভর করে এবং "পেদ্দা" নামে সম্পত্তির দক্ষিণ অর্ধেকের ক্ষেত্রে ২৩.৯.১৯৭০-এ নিবন্ধিত হয়ে ১০.৫.১৯৭৭-এ প্রথম মামলা দায়ের করেন। এটি দাবি করা হয় যে ৩ থেকে ৯ নম্বর আসামী প্রাঙ্গনে বিদ্যমান ছয়টি বাড়ির ভাড়াটে হিসাবে প্রাঙ্গণ দখল করছে।

৪। বাদী আবেদন করেছিলেন যে বাদী নং এবং তাঁর স্ত্রী প্রতিবাদী নং ২-এর কাছ থেকে কেনা একই ভ্যাসের পরে, উক্ত বিবাদীরা এর উপর বেশ কয়েকটি অভিযোগ ও বাধা তৈরি করেছিল এবং বাদী ঋণদাতাদের একজনের অনুরোধে এর বাধ্যতামূলক নিলাম-বিক্রয় রোধ করার জন্য, সেই সমস্ত অভিযোগ ও বাধা পরিশোধ ও সাফ করে দিয়েছিল যার ফলে মামলা সম্পত্তির বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় হয়েছিল এবং প্রতিবাদী নং ১ বাদীকে '১৪.৯.১৯৭০'-এ প্ররোচিত করে বিক্রয় দলিল কার্যকর করেছিল। যেহেতু বিবাদী নং ১। পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সম্পত্তি খালি করেননি, ৬.১১.১৯৭৬-এ নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে একটি উকিলের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল যাতে তাকে মামলা সম্পত্তি সমর্পণ করতে এবং অন্য আসামীর কাছ থেকে ভাড়া আদায় বন্ধ করতে বলা হয়।

"এরপরে" "প্রথম স্যুট" "হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।"

৩ থেকে ৯ নম্বর পর্যন্ত। অতএব, বাদী নম্বর ২-এর দখলে থাকা বাড়ির খালি দখল দাবি করে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং আসামী নম্বর ২-কে ভাড়া হিসাবে ৩ থেকে ৯ নম্বর আসামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১১.৮.১৯৭৭-এ দায়ের করা লিখিত বিবৃতিতে, আসামী নম্বর ২-এর আবেদন নিম্নরূপঃ

> "২। অভিযোগের ২ নং অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গে, এই বিবাদীরা বলেন যে এই বিবাদীরা বাদীদের কাছে বিক্রি করা কোনও সম্পত্তি সম্পর্কে তারা অবগত নন। তবে বিবাদীরা স্মরণ করেন যে বাদী মারগাওয়ের সাব রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে তাদের কাছে কিছু নথি উপস্থাপন করেছিলেন যা Rs.১২০০০-এর পরিমাণ সম্পর্কিত একটি নথি বলে মনে করা হয়েছিল-যা তিনি বিবাদী নং ১-এর ঋণদাতাদের প্রদান করেছিলেন। এই ধরনের অজুহাতে বাদী বিবাদী নং ১-এর স্বাক্ষর পেতে সক্ষম হন। ১ এবং ২ যারা তাদের নিজের নাম লেখা ছাড়া পড়তে বা লিখতে জানে না, এই বিবাদীরা অভিযোগের ২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বাদীর কাছে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করার কথা অস্বীকার করে।

৫. অপর একটি মামলা, যথা, বিশেষ দেওয়ানি মামলা নং. ৭১/৮০ এফ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ১.৭.১৯৮০-এ দায়ের করা হয়েছিল, এই ভিত্তিতে যে তারা কখনই মামলা সম্পত্তির দক্ষিণ অর্ধেক আবেদনকারীদের কাছে বিক্রি করেনি বা কোনও ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে চায়নি। এটিও দাবি করা হয়েছিল যে তারা কখনও আবেদনকারীদের পক্ষে কোনও বিক্রয় দলিল কার্যকর করেনি বা বিক্রয়ের বিবেচনা হিসাবে কোনও পরিমাণ পায়নি। এটি বিশেষভাবে নিম্নরূপ আবেদন করা হয়েছিলঃ

> "১৩। বাদীরা বলেন যে, তাঁরা কখনই মামলা সম্পত্তির বিক্রয় দলিল কার্যকর করেননি এবং তাঁরা কখনও মারগাওয়ের উপ-নিবন্ধকের কার্যালয়ে বিক্রয় দলিল নিবন্ধনের জন্য যাননি। তবে, বিবাদী নং। ১৯৭০ সালে বাদীদের মারগাওয়ের উপ-নিবন্ধকের কার্যালয়ে নিয়ে যান এবং তাঁদের স্ট্যাম্প পেপারে স্বাক্ষর করতে বলেন, যা বাদী নং ১-এর ঋণদাতাদের দ্বারা প্রদত্ত ১২০০০ টাকা (মাত্র বারো হাজার টাকা) ঋণের পরিমাণের বিষয়ে একটি নথি বলে মনে করা হয়। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, বাদীর ঋণদাতাদের যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল এবং সেই পরিমাণ বাদীদের দ্বারা তাঁর প্রাপ্য ছিল সে সম্পর্কে বাদীর কাছ থেকে লিখিতভাবে নেওয়া তাঁর জন্য প্রয়োজনীয়। ডাকটিকিটের উপরের লেখাগুলি রোমান লিপিতে ছিল এবং ভাষাটি বাদীদের জানা ছিল না এবং এখন জানতে পেরেছেন যে এটি পর্তুগিজ ভাষায়।

এরপরে "দ্বিতীয় স্যুট" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. প্রথম মামলার পক্ষগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বিচারের সম্মুখীন হয়ঃ

"(i) বাদী কি প্রমাণ করবেন যে, বাদী নং। এবং ২ বাদীকে পেদার নাভেলিমে অবস্থিত সম্পত্তির দক্ষিণ অর্ধেক বিক্রি করেছেন এবং অভিযোগের ২ অনুচ্ছেদে চিহ্নিত করেছেন?

(ii) বাদী কি প্রমাণ করবেন যে তিনি আসামীদের, নং। এবং ২-কে কোনও চার্জ ছাড়াই পাঁচ বছরের জন্য বাড়ির সংশ্লিষ্ট অংশে থাকার অনুমতি দিয়েছেন?

(iii) বাদী কি প্রমাণ করেন যে, তিনি ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বাদী নং। কে মামলা প্রাঙ্গণ সমর্পণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন?

(iv) ১ ও ২ নম্বর আসামী কি প্রমাণ করবে যে বিক্রয় দলিলটি বাদী জালিয়াতির মাধ্যমে পেয়েছিলেন?

(v) কোন ত্রাণ, কোন আদেশ?

(vi) বিবাদীরা প্রমাণ করে যে মামলাটি অবমূল্যায়িত।

৭। বাদী নিজেকে পিডব্লিউ-১ হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন এবং দায়ের করা অভিযোগে তাঁর আবেদন অনুযায়ী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সিলভেস্টার কুটিনহো (পিডব্লিউ-২) সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে 'বাদীর বাড়ির কাছে চ্যাপেলের সামনে রাস্তায় কিছু ড্রাম বাজছিল এবং তার বাড়ি বাদী বাড়ির পিছনে অবস্থিত। বেলিফ সাক্ষীকে বলেছিলেন যে আদালত আসামীর বাড়ি নিলাম করছে। দেবীদাস চারি (পিডব্লিউ-৩) পক্ষগুলিকে এক জায়গায় এবং একই জায়গায় থাকতে দেখেছিল।

৮। প্রতিবাদী নং। ডি. ডব্লিউ-১ হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রধান পরীক্ষায়, তিনি নিম্নরূপ পদচ্যুত করেছিলেনঃ

"আমার ভাই বাদীকে জানুন। বাড়ি সহ মামলার সম্পত্তি আমাদের মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির অর্ধেক অংশ এবং আমার মালিকানাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে আমি কোনও ঋণ পাইনি, তবে স্যুট সম্পত্তি ও বাড়ির ক্ষেত্রে আমার অর্ধেক অংশের ক্ষেত্রে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আমার ভাই (বাদী) দ্বারা আমি যে Rs.১২,০০০ টাকা ঋণ নিয়েছি তা পরিশোধ করা হয়েছে। আমি আমার ভাইকে মামলার পরিমাণ পরিশোধ করিনি। কিন্তু একবার বাদী আমার বাড়িতে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি কখন আমার পক্ষ থেকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছে তা পরিশোধ করতে চলেছি। যেহেতু আমি অর্থ পরিশোধ করতে পারিনি, তাই বাদী আমাকে একটি দলিল সম্পাদন করতে বলেছিলেন যেখানে উল্লেখ ছিল যে তিনি ১২,০০০ টাকা দেবেন যা তিনি পরিশোধ করেছিলেন।

বাদী তখন আমাকে উক্ত নথিটি কার্যকর করার জন্য মারগাও পৌরসভার কাছে একটি হোটেলে আসতে বলেন। বাদী তিন দিন পরে আবার আমার বাড়িতে এসে আমাকে পৌরসভার কাছে আসতে বলেন যাতে উক্ত নথিগুলি প্রস্তুত করা যায়। এটি তিনি আমাকে আমার বাড়িতে ২.৩০ টায় বলেছিলেন। তদনুসারে আমি এবং আমার স্ত্রী উক্ত নথিগুলি কার্যকর করতে পৌরসভার কাছে এসেছি।

আমি এবং আমার স্ত্রী আমার পৌরসভার কাছে আসার পরে স্ট্যাম্প পেপারে আমার স্বাক্ষর এবং আমার স্ত্রীর স্বাক্ষরও পেয়েছিলাম। বাদী অবশ্য আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে আমার স্বাক্ষর এবং আমার স্ত্রীর স্বাক্ষর প্রাপ্ত নথির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেননি। আমি বলি যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী উক্ত স্ট্যাম্প পেপারে দু 'টি করে স্বাক্ষর করেছেন। উক্ত স্ট্যাম্প পেপারে আমাদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংয়ের বাইরে পাওয়া গেছে এবং অন্য স্বাক্ষর এম বিল্ডিংয়ের পাশে পাওয়া গেছে। বাদী আমার এবং আমার স্ত্রীর কাছ থেকে দ্বিতীয় স্বাক্ষর পেলেও আমাদের নথির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করা হয়নি। যে ব্যক্তির সামনে আমি এবং আমার স্ত্রী এম. বিল্ডিংয়ে স্বাক্ষর করেছিলাম তিনি উক্ত নথির বিষয়বস্তু ব্যবহার করার ব্যাখ্যা দেননি। আমি ইংরেজি পড়তে এবং লিখতে জানি না, আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই। আমি আমার দখলে থাকা এবং আমার মালিকানাধীন বাড়ির অর্ধেক এবং আমার জমিও কাউকে বিক্রি করিনি।"

৯। জেরা করার সময় বিবাদী নং। স্বীকার করেছেন যে বাদী তাঁর দুটি ঋণ পরিশোধ করেছেন। একটি ঋণ ছিল চান্দোরের জোসে মিঙ্গুয়েল পেরেরার, যার পরিমাণ ছিল ৬,০০০/- টাকা। তিনি আরও বলেন যে তিনি বাদী সহ তাঁর পক্ষ থেকে বাদী কর্তৃক প্রদত্ত ৩,০০০/- টাকার ঋণের পরিমাণ সম্পর্কিত একটি নথি কার্যকর করতে গিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন যে তিনি আধিকারিককে উক্ত নথির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে বলেননি, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী উক্ত দিনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাদীকে সম্পত্তি বিক্রি করার কথা অস্বীকার করেন।

১০. ডিডাব্লিউ-২ হলেন এডুয়ার্ডো পিন্টো। জেরা করার সময় তিনি বলেন যে, অভিযুক্ত নং। দ্বারা মিস্টার পারেরার কাছ থেকে নেওয়া ঋণ বাদী সাফ করে দিয়েছেন। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে বাদী তাঁর গরু চুরির জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছিলেন। রোমিও ডি 'কোস্টা (ডিডাব্লিউ-৩) সাক্ষ্য দেন যে, ১৯৭০ সালের কার্নিভাল দিবসে আদালত থেকে দু' জন ব্যক্তি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য একটি পিটিং ড্রাম নিয়ে মামলা সম্পত্তিতে এসেছিলেন। সেই সময়, আবেদনকারী মামলার কর্মচারীদের বলেছিলেন যে,

আদালত বাদী নং-এর উপস্থিতিতে বলেন যে তিনি সম্পত্তির ঋণ পরিশোধ করবেন এবং সম্পত্তির মুক্তি চাইবেন। জেরা করার সময় তিনি স্বীকার করেন যে আদালতের কর্মচারীরা যখন ঘোষণার জন্য একটি ড্রাম নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি আপিলকারীর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু আসামীর দ্বারা অর্জিত ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না।

১১। বিচারিক আদালত জানতে পেরেছে যে, বিবাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ ২ ও ৩ নম্বর ইস্যুর ক্ষেত্রে যথাযথভাবে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলকে (Ex.P/১) অস্বীকার করে না, যা বাদীর পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে, ৪ নম্বর ইস্যুর ক্ষেত্রে, আদালত নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করেছেঃ

> "১২. ডি. ডব্লিউ. ১-এর জবানবন্দি থেকে জানা যায় যে, বাদীর পক্ষ থেকে কখনও আসামীদের প্রতারিত করার কোনও অভিপ্রায় ছিল না বা তারা কোনও চুক্তিতে প্রবেশের জন্য তাদের কোনও প্ররোচনা দেয়নি। ডি. ডব্লিউ. ১-এর প্রমাণের মধ্যে যে নীরবতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা একজন ব্যক্তির চুক্তিতে প্রবেশের ইচ্ছাকে দেখায়। কথা বলা বা নীরব না থাকলে তা বক্তব্যের সমতুল্য। সুতরাং, ১৭ ধারার কোনও উপাদানই এই মামলায় বিবাদীদের দ্বারা পূরণ করা হয়নি।"

১২. এইভাবে বলা হয় যে, বিবাদীরা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে বিক্রয় দলিলটি জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রথম মামলাটি ২৪ তারিখে জারি করা হয়েছিল।

১৩. উত্তরদাতাদের দায়ের করা দ্বিতীয় মামলাটি ছিল ১৪.৯.১৯৭০ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলকে বাতিল ঘোষণা করা। উক্ত মামলায়, বিবাদীরা আবেদন করেছিলেন যে বিক্রয়ের জন্য তাদের দ্বারা কোনও বিবেচনা করা হয়নি। দ্বিতীয় মামলাটি ১৬.১.২০০১-এ খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল, এই বলে যে মামলাটি রেস জুডিকাটার নীতি দ্বারা নিষিদ্ধ এবং বিক্রয় দলিল বৈধ।

১৪. এখানে বিবাদীরা প্রথম ও দ্বিতীয় মামলায় গৃহীত রায় ও ডিক্রি থেকে দুটি আপিল দায়ের করেন। এই ধরনের আপিলের শুনানি ও একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিবাদীরা প্রথম আপিল আদালতে আপিলের মুলতুবি থাকার প্রলোভন দেখিয়ে যথাক্রমে লিখিত বিবৃতিতে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মামলায় বাদী সংশোধনের আবেদন করেন। মামলা ও লিখিত বিবৃতি দাখিলের বহু বছর পর এই ধরনের সংশোধনী অনুমোদিত হয়। রায় ও ডিক্রি উভয়ের বিরুদ্ধে প্রথম আপিল নিম্নোক্ত ভিত্তিতে অনুমোদিত প্রথম আপিল আদালত দ্বারা অনুমোদিত হয়ঃ

(i) আবেদনকারী বিক্রয় দলিলের শর্তাবলীর বিপরীতে মৌখিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। অতএব, সাক্ষ্য আইনের ৯১ ধারা দ্বারা এই ধরনের মৌখিক প্রমাণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ বিক্রয় দলিলটিতে এমন কোনও আবৃত্তি নেই যে তিনি মামলা সম্পত্তি কেনার জন্য উত্তরদাতা নং।।-এর সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করেছেন এবং সাফ করেছেন।

(ii) আপিলকারী আবেদন করেননি যে তিনি বিক্রয় দলিলের অধীনে বিবেচনা হিসাবে ৩,০০০/- টাকা প্রদান করেছেন। অতএব, বিবেচনার অভাবে বিক্রয় বাতিল এবং অকার্যকর।

(iii) ১ নং উত্তরদাতা যে বাড়িটি দখল করে রেখেছিলেন তা প্রমাণ করে যে, উত্তরদাতা নং. আমাকে এটা বুঝতে দেওয়া হয়নি যে এটি একটি বিক্রয় দলিল ছিল। উত্তরদাতা নং। দ্বারা এই ধরনের বিক্রয় দলিলের স্বাক্ষর 'ভুল উপস্থাপনা এবং গোপনকরণ' দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল।

(iv) বিক্রয় বিবেচনা অপর্যাপ্ত; অতএব, বিক্রেতার সম্মতি অবাধে দেওয়া হয়নি।

১৫. এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে অভিযোগ এবং লিখিত বিবৃতিতে সংশোধনের ফলে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উত্তরদাতাদের পক্ষে ঝুঁকে থাকা প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ধ্রুব মেহতা বলেছেন যে জালিয়াতির দিকে পরিচালিত ভুল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রমাণ ইতিমধ্যে রেকর্ড করা ছিল, তাই প্রমাণকে সমর্থন করার জন্য আবেদনগুলি সংশোধন করা হয়েছিল।

১৬। আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছেন যে প্রথম আপিল পর্যায়ে আবেদনগুলির সংশোধনের অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল না এবং দ্বিতীয় মামলাটি রেস জুডিকাটার নীতি দ্বারা নিষিদ্ধ, তবে আমরা দেখতে পাই না যে এই জাতীয় প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল কারণ প্রথম মামলা এবং দ্বিতীয় মামলাটি আপিলে বিচারাধীন ছিল এবং সাধারণ রায় দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আরও, যেহেতু বাদী সংশোধনী এবং লিখিত বিবৃতিটি প্রথম আপিল আদালতে অর্পিত বিবেচনার ভিত্তিতে অনুমোদিত হয়েছে, তাই আমরা দেখতে পাই না যে এই পর্যায়ে এই ধরনের সংশোধনীকে বিতর্কিত করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

১৭. আবেদনকারীরা বেল্লাচি (মৃত) মামলায় এল. আর বনাম পাকীরন-এর রায়ের উপর নির্ভর করে যুক্তি দেখান যে নথির সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণের বোঝা বিক্রেতার উপর নির্ভর করে। নিবন্ধিত নথির ক্ষেত্রে, একটি অনুমান রয়েছে যে এটি আইন অনুসারে কার্যকর করা হয়েছিল। এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

৩(২০০৯) ১২ এস. সি. সি ৯এস

"১৭. কোনও ক্ষেত্রে এটা ধরে রাখা সম্ভব যে, যখন কোনও অশিক্ষিত, ক্ষমাশীল মহিলা কোনও বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন, তখন তা প্রমাণ করার ভার বিক্রেতার উপর পড়বে যে, বিক্রয় দলিলটি একটি প্রকৃত নথি ছিল। তবে, এটি একটি নিবন্ধিত নথি। এটি একটি অনুমান বহন করে যে এটি আইন অনুসারে কার্যকর করা হয়েছিল। আবার একটি সমবর্তী তথ্য পাওয়া গেছে যে আবেদনকারী একজন নিরক্ষর মহিলা ছিলেন না বা তিনি কী করেছিলেন তা বুঝতে অক্ষম ছিলেন।"

১৮. প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক রেকর্ড করা প্রাথমিক অনুসন্ধানটি হাইকোর্টের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ১ নং উত্তরদাতার স্বাক্ষর ভুল উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিল। শ্রী মেহতা জোরালোভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভুল উপস্থাপনা জালিয়াতির আরেকটি দিক এবং বাদীর নেতৃত্বে বিক্রয় বিবেচনার মৌখিক প্রমাণ যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়নি।

১৯. আমরা পক্ষগণের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনেছি এবং দেখেছি যে, প্রথম আপিল আদালতের সিদ্ধান্ত যা হাইকোর্ট কর্তৃক বহাল রাখা হয়েছে, তা স্পষ্টতই ত্রুটিপূর্ণ। ১ নম্বর বিবাদী তার লিখিত জবাবে আপিলকারী ১ নম্বর পক্ষ কর্তৃক তার পাওনাদারদের ১২,০০০ টাকা পরিশোধের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি এটিও স্বীকার করেছেন যে, মিউনিসিপ্যাল অফিসের বাইরে এবং মিউনিসিপ্যাল ভবনের ভেতরে কর্মকর্তাদের সামনে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল যখন অফিসে প্রায় ১০-১২ জন লোক উপস্থিত ছিল।

২০. বিক্রয় দলিলে (Ex.P/1) একটি বর্ণনা ছিল যে নালিশি সম্পত্তি ৩,০০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। প্রথম আপিল আদালত এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, এই ধরনের বিক্রয় মূল্যের কথা আরজিতে উল্লেখ করা হয়নি এবং নথিতে এমন প্রমাণ এসেছে যে কিছু ঋণ ছিল যা ১ নম্বর আপিলকারী পরিশোধ করেছিলেন, যে তথ্যটিও বিক্রয় দলিলে বর্ণিত নেই। সুতরাং, এটি প্রতিদানহীন একটি বিক্রয়। এক্ষেত্রে ১৮৭২ সালের ভারতীয় চুক্তি আইনের ২৫ ধারার ওপর নির্ভর করা হয়েছিল। আমরা মনে করি যে এই ধরনের সিদ্ধান্ত আইনত সঠিক নয়। চুক্তি আইনের ২৫ ধারার মর্মার্থ হলো এই যে, প্রতিদানহীন একটি চুক্তি বাতিল (void), কিন্তু যদি কোনো দলিল একে অপরের নিকটাত্মীয় পক্ষগণের মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহ ও মমতার কারণে নিবন্ধিত হয়, তবে সেই চুক্তিটি বাতিল নয়। চুক্তি আইনের ২৫ ধারাটি নিম্নরূপ:

২৫. বিবেচনা ছাড়াই চুক্তি বাতিল, যদি না এটি লিখিত এবং নিবন্ধিত হয়, বা কোনও কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি হয়, বা সীমাবদ্ধতা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি হয়।-বিবেচনা ছাড়াই করা একটি চুক্তি বাতিল, যদি না -

---

সংক্ষেপে, 'চুক্তি আইন'

(১) এটি লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নথি নিবন্ধনের জন্য বর্তমানে বলবৎ আইনের অধীনে নিবন্ধিত হয়েছে এবং একে অপরের নিকট সম্পর্কের পক্ষগুলির মধ্যে স্বাভাবিক ভালবাসা এবং স্নেহের কারণে তৈরি করা হয়েছে; অথবা যদি না

(২) xx xx
এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এ জাতীয় চুক্তি একটি বৈধ চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে।
xx xx

দৃষ্টান্ত (খ) 'ক', স্বাভাবিক ভালবাসা এবং স্নেহের জন্য, তার ছেলে 'খ' কে ১,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। 'ক', 'খ'-কে তার প্রতিশ্রুতি লিখিতভাবে দেয় এবং তা নথিভুক্ত করে। এটি একটি চুক্তি।

২১. পক্ষগুলি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রয়েছে, আবেদনকারী নং ১ বড় ভাই হওয়ায় এবং বিক্রিটি তার ছোট ভাইকে সাহায্য করার জন্য কার্যকর করা হয়েছিল, যিনি পক্ষগুলির পিতামাতার উপহার দেওয়া সম্পত্তির নিলামের মুখোমুখি হয়েছিলেন, এমনকি বিবাদীদের সাক্ষীরাও স্বীকার করেছেন যে ড্রাম বাজিয়ে বিতর্কিত সম্পত্তির আদালতের নিলামের একটি নোটিশ ছিল। অতএব, যদি বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সহায়তায় এসে তার ঋণগ্রহীতাদের মুক্তি দেয় এবং নামমাত্র বিক্রয় বিবেচনার কথা উল্লেখ করে একটি বিক্রয় দলিল সম্পাদন করে, তবে এটি বিবেচনা ছাড়াই বিক্রয় বলা যায় না। এটি, উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা স্বীকার করা হয় যে আবেদনকারী নং ১২,০০০/- টাকা তার ঋণ পরিশোধের জন্য প্রদান করা হয়েছিল। একবার আবেদনকারী নং ১ দ্বারা তাঁর ঋণ পরিশোধের বিষয়ে উত্তরদাতা নং ১-এর স্বীকারোক্তি হয়ে গেলে, সরকারী দায়িত্বের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলটি সঠিকতার অনুমান বহন করে যা কেবলমাত্র ছদ্মবেশী অজ্ঞতার ভিত্তিতে অবৈধ বলা যায় না যে তাঁর স্বাক্ষর কাগজপত্রগুলিতে প্রাপ্ত হয়েছিল যা উত্তরদাতা নং। এবং তাঁর স্ত্রী জানতেন না। বেলাচির এই আদালতের রায় আবেদনকারীদের দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিকে সমর্থন করে।

২২. উত্তরদাতা নং ১-এর একমাত্র অবস্থান হল যে নথির উপর তাঁর স্বাক্ষর প্রাপ্ত হয়েছিল তার প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা। এই ধরনের অজ্ঞতা বর্তমান মামলার তথ্যে ভুল উপস্থাপনা বা জালিয়াতির উদাহরণ নয় যা সাব-রেজিস্ট্রারের কাছে সম্পাদিত এবং নিবন্ধিত একটি বিক্রয় দলিলকে কলুষিত করবে। উত্তরদাতা নং দ্বারা এটি স্বীকার করা হয়েছে যে তিনি তার স্ত্রীর সাথে সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়েছিলেন, একবার পৌর ভবনের বাইরে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং একবার কর্মকর্তাদের সামনে, এটি দেখায় যে কৌশলগতভাবে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে বিক্রয় দলিল কার্যকর করার কথা স্বীকার করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নীচের আদালতগুলির অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, নথিটি বিবেচনা ছাড়াই করা হয়েছে বা অভিযোগপত্রে বিবেচনা করা হয়নি বা আবেদনকারী নং। উত্তরদাতা নং।-এর ঋণগ্রহীতাদের অব্যাহতি দিয়েছেন, এই বিষয়টি বিক্রয় দলিলের নথিকে অকার্যকর করে তুলবে না।

২৩. ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ষষ্ঠ বিধিমালা ২-এ বলা হয়েছে যে, প্রতিটি আবেদনে এমন বস্তুগত তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি থাকবে যার উপর নির্ভর করে পক্ষটি তার দাবি বা প্রতিরক্ষার জন্য নির্ভর করে, তবে যে প্রমাণের দ্বারা সেগুলি প্রমাণিত হওয়ার কথা তা নয়। আবেদনকারী নং ১ বিক্রয় দলিলের উপর নির্ভর করেছেন যার মধ্যে বিক্রয় বিবেচনা হিসাবে ৩,০০০ টাকা প্রদানের আবৃত্তি রয়েছে। এই ধরনের বিক্রয় দলিলের সমর্থনে প্রমাণ আবেদনকারীর দায়ের করা অভিযোগে আবেদন করার প্রয়োজন ছিল না। আরও, কোডের অর্ডার V। রুল ৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে আবেদনকারী পক্ষ কোনও ভুল উপস্থাপনা, জালিয়াতি বা অযৌক্তিক প্রভাবের উপর নির্ভর করে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আবেদনের তারিখ এবং আইটেম সহ বিশদ বিবরণে উল্লেখ করতে হবে। লিখিত বিবৃতি বা অভিযোগ থেকে উদ্‌ধৃতাংশ দেখায় না যে কোনও ভুল উপস্থাপনা বা জালিয়াতির আবেদন রয়েছে। উত্তরদাতাদের নেতৃত্বে প্রমাণ জালিয়াতি বা ভুল উপস্থাপনের কোনও উদাহরণের ইঙ্গিত দেয় না। উত্তরদাতা নং যথেষ্ট স্পষ্টবাদী ছিলেন। স্বীকার করার জন্য যে তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তাঁকে একবার পৌর কার্যালয়ের বাইরে এবং একবার 'পৌর কার্যালয়ের' ভিতরে স্বাক্ষরিত পৌর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। নথিভুক্ত এই ধরনের তথ্যের সঙ্গে, আমরা দেখতে পাই যে, আদালত যে তথ্য নথিভুক্ত করেছে যে, বিক্রয় দলিলটি জালিয়াতি বা ভুল উপস্থাপনের ফল ছিল, তা স্পষ্টভাবে টেকসই নয়।

২৪. শ্রীযুক্ত ধ্রুব মেহতা এই আদালতের রায়ের উপর নির্‌ভর করেছিলেন, যা শ্রীমতী গঙ্গাবাঈ বনাম রামবিলাস গিল্ডা বনাম শ্রীমতী ছাবুবাই বনাম পুখরাজজি গান্ধী এবং রূপ কুমার বনাম মোহন থেদানি হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিবাদীরা নথির বিষয়বস্তু অস্বীকার করার জন্য মৌখিক প্রমাণের নেতৃত্ব দিতে পারে তবে বিক্রয় দলিলের উপর নির্ভর করা আপিলকারীদের নয়। গঙ্গাবাঈতে, বাদী আবেদনকারীর সাথে ২,০০০ টাকা ঋণের জন্য একটি চুক্তি করেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে একই সাথে বাদী বিক্রয় এবং ভাড়ার নোটের একটি নামমাত্র নথি কার্যকর করবেন। বাদী অভিযোগ করেছিলেন যে নথিগুলি কখনই কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ছিল না। বিচার আদালত এই মর্মে মামলাটির রায় দেয় যে বিক্রয় দলিলটি কখনই কার্যকর করার উদ্দেশ্যে করা হয়নি, তবে প্রথম আপিল আদালত বলেছিল যে বিক্রয়টি হয়েছিল কিন্তু পক্ষগুলির মধ্যে লেনদেন একটি বন্ধক গঠন করে। হাইকোর্ট বলেছিল যে ভারতীয় সাক্ষ্যের ৯২ ধারা

---

৫ সংক্ষেপে, 'কোড' (বিধি)

৬ (১৯৮২) ১ এসসিসি ৪

৭ (২০০৩) ৬ এসসিসি ৫৯৫

১৮৭২ সালের আইন বাদীকে লেনদেনের প্রকৃত প্রকৃতি প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দেয়নি। আপিলে, এই আদালত বলেছিল যে ধারা ৯২-এর প্রথম বিধানটি এমন কোনও তথ্যের অনুমতি দেয় যা প্রমাণ করতে পারে যে কোনও নথি, যেমন জালিয়াতি, ভয় দেখানো, অবৈধতা, যথাযথ মৃত্যুদণ্ডের অভাবকে প্রমাণ করা যেতে পারে। এই আদালত আসামীর আবেদন খারিজ করার সময় নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> "১১... এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট যে ধারা ৯২-এর উপ-ধারা (১) দ্বারা আরোপিত বাধা কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন কোনও পক্ষ লেনদেনের শর্তাবলী সম্বলিত নথির উপর নির্ভর করতে চায়। সেই ক্ষেত্রে, আইন ঘোষণা করে যে লেনদেনের প্রকৃতি এবং অভিপ্রায় অবশ্যই নথির শর্তাবলী থেকে সংগ্রহ করা উচিত এবং কোনও মৌখিক চুক্তি বা বিবৃতির কোনও প্রমাণ স্বীকার করা যাবে না যেমন কোনও পক্ষের মধ্যে এই নথির শর্তাবলীর বিরোধিতা বা সংশোধন করার উদ্দেশ্যে। উপ-ধারাটি তখন আকৃষ্ট হয় না যখন কোনও পক্ষের ক্ষেত্রে নথিতে রেকর্ড করা লেনদেনটি কখনই পক্ষগুলির মধ্যে কোনওভাবেই কার্যকর করার উদ্দেশ্যে করা হয়নি এবং নথিটি একটি ছদ্মবেশী। এই ধরনের প্রশ্ন তখন উত্থাপিত হয় যখন পক্ষটি দাবি করে যে সম্পূর্ণ আলাদা লেনদেন হয়েছিল এবং নথিতে যা রেকর্ড করা হয়েছে তার কোনও পরিণতি হবে না। সেই উদ্দেশ্যে মৌখিক প্রমাণ এটি দেখানোর জন্য গ্রহণযোগ্য যে সম্পাদিত নথিটি কখনই একটি চুক্তি হিসাবে কাজ করার প্রবণতা ছিল না, তবে নথিতে রেকর্ড করা হয়নি এমন অন্য কোনও চুক্তি পক্ষগুলির মধ্যে করা হয়েছিল... "(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৫. পূর্বোক্ত রায়টি পড়ে দেখা যাবে যে, বাদী এই দাবি করতে পারেন যে, নথিটি কখনই কার্যকর করার উদ্দেশ্যে করা হয়নি এবং নথিটি একটি প্রতারণা। এই ধরনের প্রশ্ন তখন উত্থাপিত হয় যখন একটি পক্ষ দাবি করে যে নথিতে যা নথিভুক্ত করা হয়েছে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা লেনদেন হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে মৌখিক প্রমাণ গ্রহণযোগ্য।

২৬. রূপ কুমারের ক্ষেত্রে, এই আদালত দখল এবং হিসাব হস্তান্তরের জন্য একটি মামলা থেকে উদ্ভূত বিবাদী দ্বারা দায়ের করা একটি আপিলের জন্য জব্দ করা হয়েছিল। বাদী দাবি করেছিলেন যে তিনি ১৫.৫.১৯৭৫-এ আবেদনকারী-আসামীর সাথে একটি এজেন্সি-কাম-লাইসেন্সের দলিল করেছেন এবং এই জাতীয় এজেন্সি-কাম-লাইসেন্সিং চুক্তির শর্তাবলী বিবাদী পক্ষের অবস্থানের ১৫.৫.১৯৭৫.The তারিখের একটি চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যে তিনি ছিলেন

---

৮ সংক্ষেপে, 'সাক্ষ্য আইন'

বাদীর অধীনে ভাড়াটিয়া হিসাবে বৈধ দখলে থাকা। বিচার আদালত চে মামলাটি এই বলে রায় দেয় যে ১৫.৫.১৯৭৫ তারিখের একটি চুক্তি দ্বারা প্রমাণিত উত্তরদাতা এবং আপিলকারীর মধ্যে লেনদেনটি লাইসেন্সের সমান এবং সাব-লেটিং নয়। হাইকোর্টের সামনে প্রশ্ন ছিল যে পক্ষগুলির মধ্যে কোনও সম্পর্ক কোনও লাইসেন্সদাতা এবং লাইসেন্সদাতার নাকি কোনও ইজারাদাতা এবং ইজারা গ্রহীতার। প্রথম আপিলটি খারিজ করা হয়েছিল। এই আদালত বলেছিল যে এটি সাধারণ এবং সবচেয়ে নমনীয় নিয়ম যে লিখিত উপকরণের ক্ষেত্রে অন্য কোনও প্রমাণকে এই জাতীয় উপকরণের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা বা বিরোধিতা বা তাদের পরিবর্তন করা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এটি নীতিগত এবং নীতি উভয়েরই বিষয়। এটি বলা হয়েছিল যে সাক্ষ্য আইনের ৯২ ধারায় আইনসভা চুক্তি পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে মৌখিক প্রমাণ পেশ করা থেকে বিরত রেখেছে, এই ধরনের চুক্তি এই ধরনের লেখার মাধ্যমে প্রমাণ করা যেতে পারে, এটি বলা হয়েছিল যে ধারা ৯১ ধারা ৯২ দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতা সহ একটি নথির প্রমাণের পদ্ধতির সাথে ধারণ করা হয়েছে। যদি ধারা ৯১ এর অধীনে নথিটি তার শর্তাবলী প্রমাণ করার জন্য উপস্থাপন করা হয়, তবে কোনও মৌখিক চুক্তি বা বিবৃতির প্রমাণ বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা এর থেকে বিরোধিতা, পরিবর্তন, যোগ বা বিয়োগ করার উদ্দেশ্যে ধারা ৯২.come এর বিধানগুলি কার্যকর হয়, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> "১৭. একইভাবে এটি একটি সাধারণ এবং সবচেয়ে নমনীয় নিয়ম যে, যেখানেই লিখিত উপকরণ নিয়োগ করা হয়, আইনের প্রয়োজনীয়তা বা পক্ষগুলির চুক্তি দ্বারা, সত্যের ভান্ডার এবং স্মৃতিসৌধ হিসাবে, অন্য কোনও প্রমাণ এই জাতীয় উপকরণের বিকল্প হিসাবে বা মৌখিকভাবে তাদের বিরোধিতা করার জন্য ব্যবহার করা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এটি নীতি ও নীতি উভয়েরই বিষয়। এটি নীতিগত কারণ এই জাতীয় উপকরণগুলি তাদের নিজস্ব প্রকৃতি এবং উৎপত্তির মধ্যে রয়েছে, মৌখিক প্রমাণের চেয়ে অনেক বেশি কৃতিত্বের অধিকারী। এটি নীতিগত কারণ যে উপকরণগুলির উপর পুরুষদের অধিকার নির্ভর করে, সেগুলি যদি আলগা জামানত প্রমাণ দ্বারা অভিশংসনের দায়বদ্ধ হয় তবে এটি বড় দুষ্টুমির সাথে মোকাবিলা করা হবে। (স্টার্কি অন এভিডেন্স, পৃ. ৬৪৮ দেখুন।)
>
> ১৮, ধারা ৯২-এ আইনসভা চুক্তির পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে মৌখিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে বাধা দিয়েছে; তবে, ধারা ৯১-এর অধীনে এই জাতীয় কোনও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়নি। ধারা ৯১ এবং ৯২-এর বিচারিক অবস্থান এবং এই ধরনের সীমাবদ্ধতার শব্দের ধারা ৯১ থেকে ইচ্ছাকৃত বাদ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তৃতীয় পক্ষও যদি কিছু অন্যদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট চুক্তি স্থাপন করতে চায়,

হয় যখন এই ধরনের চুক্তি একটি নথিতে হ্রাস করা হয়েছে বা যেখানে আইনের অধীনে এই ধরনের চুক্তি লিখিত হতে হবে, শুধুমাত্র এই ধরনের লিখিত উপস্থাপনের মাধ্যমে এই ধরনের চুক্তি প্রমাণ করতে পারে।

xx xx xx

২১. বাহ্যিক প্রমাণ বাদ দেওয়ার কারণগুলি হলঃ (১) আইনে উচ্চতর প্রমাণের প্রয়োজন হলে নিকৃষ্ট প্রমাণ স্বীকার করা আইনটিকে বাতিল করার সমতুল্য হবে এবং (২) যখন পক্ষগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের চুক্তি লিখিতভাবে রাখে, তখন তাদের এবং তাদের গোপনীয়তার মধ্যে এটি চূড়ান্তভাবে অনুমান করা হয় যে, তারা লেখার উদ্দেশ্যে তাদের উদ্দেশ্যগুলির একটি সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিবৃতি তৈরি করতে চেয়েছিল এবং যা ভবিষ্যতের বিতর্ক, কুসংস্কার এবং বিশ্বাসঘাতক স্মৃতির নাগালের বাইরে রাখা উচিত।

২২. গঙ্গাবাঈ বনাম ছাবুবাই [(১৯৮২) ১ এস. সি. সি. ৪: এ. আই. আর. ১৯৮২ এস. সি. ২০] এবং ঈশ্বর দাস বনাম সোহান লাল [(২০০০) ১ এস. সি. সি. ৪৩৪: এ. আই. আর. ২০০০ এস. সি. ৪২৬] মামলায় ৯২ (১) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালত বলেছিল যে কোনও দলিলের পক্ষকার পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া জায়েয যে দলিলটি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে করা হয়নি, বরং এটি কেবল একটি ভুয়ো নথি ছিল। যখন নথির উপর নির্ভর করা হয় এবং এর শর্তাবলীকে বৈচিত্র্যময় ও পরস্পরবিরোধী করার চেষ্টা করা হয় তখনই বাধা দেখা দেয়। মৌখিক প্রমাণ গ্রহণযোগ্য যে সম্পাদিত নথিটি কখনই একটি চুক্তি হিসাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে ছিল না, তবে নথিতে নথিভুক্ত নয় এমন অন্য কোনও চুক্তি পক্ষগুলির মধ্যে করা হয়েছিল। (জোর দেওয়া হয়েছে)

২৭। উপরের রায়টি পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে, লিখিত চুক্তির মৌখিক প্রমাণ বাদ দেওয়া হয়েছে, যদি না নথিটিকে ভুয়ো লেনদেন বলে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়।

২৮. এটা বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে, একটি বিক্রয় দলিল নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ একটি নথির আকারে হ্রাস করার জন্য আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় একটি নথি। অতএব, কোনও মৌখিক চুক্তি বা বিবৃতির কোনও প্রমাণ তার শর্তাবলীর বিরোধিতা, পরিবর্তন, যোগ বা বিয়োগ করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে না। সাক্ষ্য আইনের ৯২ ধারার যে বিধান (১) যা নির্ভরযোগ্যতা স্থাপন করা হয়েছিল তা এমন একটি প্রমাণ যা জালিয়াতি, ভীতিপ্রদর্শন, অবৈধতা, যথাযথ সম্পাদনের অভাব, কোনও চুক্তিবদ্ধ পক্ষের ক্ষমতার অভাব, বিবেচনার অভাব বা ব্যর্থতা বা বাস্তবে বা আইনে ভুলের মতো কোনও নথিকে অকার্যকর করে দেবে। সাক্ষ্য আইনের ৯২ ধারাটি নিম্নরূপঃ

৯২. সাক্ষ্য বা মৌখিক চুক্তির বর্জন-যখন এই ধরনের কোনও চুক্তি, অনুদান বা সম্পত্তির অন্য কোনও হস্তান্তর বা কোনও চুক্তির শর্তাবলী

আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নথির আকারে হ্রাস করা হয়েছে, শেষ ধারা অনুসারে প্রমাণিত হয়েছে, কোনও মৌখিক চুক্তি বা বিবৃতির কোনও প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না, যেমন কোনও পক্ষের পক্ষ বা স্বার্থে তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে, এর শর্তাবলীর বিরোধিতা, পরিবর্তন, যোগ বা বিয়োগ করার উদ্দেশ্যেঃ

বিধান (১)-যে কোনও তথ্য প্রমাণিত হতে পারে যা কোনও নথিকে অকার্যকর করে দেবে, বা যা কোনও ব্যক্তিকে সে সম্পর্কিত কোনও ডিক্রি বা আদেশের অধিকারী করে তুলবে; যেমন জালিয়াতি, ভয় দেখানো, অবৈধতা, যথাযথ প্রয়োগের অভাব, কোনও চুক্তিবদ্ধ পক্ষের ক্ষমতার অভাব, বিবেচনার ইচ্ছা বা ব্যর্থতা, বা বাস্তবে বা আইনে ভুল।

২৯. বিবাদীরা বিক্রয় দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে জালিয়াতি প্রমাণ করতে স্বাধীন ছিলেন। তবে, প্রকৃতপক্ষে, বিবাদীরা তাদের মামলায় বা আপিল নং দ্বারা দায়ের করা মামলায় লিখিত বিবৃতিতে কোনও জালিয়াতির অভিযোগ করেননি। নথির প্রকৃতি সম্পর্কে ছদ্মবেশী অজ্ঞতাকে জালিয়াতির উদাহরণ বলা যায় না। কোনও আবেদন বা 'জালিয়াতির' প্রমাণের অভাবে, বিবাদী নং ১ লিখিত নথির দ্বারা আবদ্ধ যার উপর তিনি তাঁর স্বাক্ষর এবং তাঁর স্ত্রীর স্বাক্ষর স্বীকার করেছেন। এমন কোনও মৌখিক প্রমাণ নেই যা জালিয়াতি, ভীতিপ্রদর্শন, অবৈধতা বা বিবেচনার ব্যর্থতা প্রমাণ করতে পারে। অতএব, মিঃ মেহতার দ্বারা উল্লিখিত রায়গুলি তাঁর যুক্তিগুলিকে সমর্থন করার জন্য কোনও সাহায্য করে না। সুতরাং, প্রথম আপিল আদালত দ্বারা রেকর্ড করা ফলাফলগুলি হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তাই এগুলি আইনে স্পষ্টভাবে ভুল এবং বাতিল করা হয়েছে।

৩০. তদনুসারে, আপিল অনুমোদিত হয় এবং বিশেষ দেওয়ানি মামলা নং ৫৫/৭৭-এ ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত রায় ও ডিক্রি পুনরুদ্ধার করা হয়। বিশেষ দেওয়ানি মামলা নং ৭১/৮০/১ খারিজ করা হয়। উত্তরদাতাদের খালি করার জন্য এবং বিতর্কিত সম্পত্তির খালি শারীরিক দখল হস্তান্তর করার জন্য 'ওয়ো মাস' সময় দেওয়া হয়।

দিব্যা পান্ডে আপিল মঞ্জুর করেন।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।